চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থী অপহরণ করে হত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদন্ড

চুয়াডাঙ্গা ভিজে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজ আলম সজিবকে (১৫) অপহরণ করে হত্যার দায়ে আসামি মো. মামুনকে (৩০) মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকার সোমবার চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ (২) আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় প্রদান করেন। আদালতের সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট শরীফ উদ্দিন হাসু জানান, ২০১৬ সালের ২৯ জুলাই দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের অস্টম শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজ আলম সজিবকে আসামি মো. মামুনসহ চারজন অপরহরণ করে। তারপর তার পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণের টাকা প্রদান না করে পরিবারের লোকজন বিষয়টি পুলিশ ও র্যাবকে অবহিত করে। ঘটনার দুই দিন পর মাহফুজ আলম সজিবের লাশ চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিএন্ডবি পাড়ার একটি বাড়ির ঢাকনা খোলা সেফটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে উদ্ধার করে র্যাব।

এ ঘটনায় নিহত সজিবের মামা মোঃ আব্দুল হালিম থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় মামুনসহ চারজনকে আসামি করা হয়। মামলা দায়েরের পর মামলার তিনজন আসামি ক্রসফায়ারে নিহত হন। জীবিত থাকে একমাত্র মো. মামুন। আসামি মো. মামুন দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই আব্দুল খালেক তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে থানায় চার্জশিট প্রদান করেন। মামলার মোট ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আসামি মোঃ মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মোঃ মামুনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করার আদেশ দেন আদালতের বিচারক মোঃ মাসুদ আলী। মামলায় রায়ে আসামিকে আরো ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দু’দিনেও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ স্কুলছাত্র লাবিবের

আলমডাঙ্গা উপজেলার জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্র আহমেদ আব্দুল্লাহ লাবিব (১৪)। গত রবিবার নিখোঁজের দিন সকালে তার মায়ের নিকট টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। সে আর ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে সব আত্মীয়- স্বজনের বাড়ি খোঁজ করা শেষ, কিন্তু হদিস মেলেনি লাবিবের। তারা দুই ভায়ের মধ্যে লাবিব ছোট।

গত ২ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে সে। ছোট ছেলেকে হারিয়ে পাগল প্রায় মুদি দোকান ব্যবসায়ী বাবা মো: জান্নাত আলী আর গহিণী মা কহিনুর খাতুন। তাঁর ছেলে কি সত্যি নিখোঁজ আছে নাকি কোনো অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এই দম্পতি।

এ নিয়ে পরের দিন সোমবার লাবিবের বাবা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আরেকদিন খোঁজাখুঁজির পর জিডি করার পরামর্শ দেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মুদি দোকানী জান্নাত আলীর ছোট ছেলে লাবিব। সে স্থানীয় জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। গত রবিবার সকালে প্রাইভেট পড়া নিয়ে তার মায়ের সাথে মনোমালিন্য হয়। পরে বাড়ির পাশে প্রাইভেট শেষে তার মায়ের নিকট থেকে টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। পরে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের সদস্যরা তাকে নিকটতম সকল আত্নীয়-স্বজনের

বাড়িতেও খোঁজাখুঁজি করেছে। লাবিবের উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। গায়ের রঙ শ্যামলা। বাড়ি থেকে যাবার সময় জিন্সের প্যান্ট ও কালো রঙের টি-শার্ট পড়েছিল। এরপর থেকে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে শিশুটি। ছেলেটির কোন সংবাদ পেয়ে থাকলে ০১৭৪৬-৯২৬৯৪৫, ০১৭৯৩-৪১৯২৬২ এ নাম্বারে জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে পেরে অনেক আনন্দিত। শিক্ষকরাও কর্মে যোগদান করায় আগের রুপে ফিরতে শুরু করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো।

শিক্ষার্থীরা জানায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আমরা পড়াশোনায় কিছুটা পিছিয়ে পরেছি। আমাদের সিলেবাস কভার করবো কিভাবে চিন্তায় পরে গিয়েছিলাম। সেই সাথে বাসায় বসে থাকতে থাকতে আমাদের বিরক্ত লাগছিল। বন্ধুদের সাথে দেখা করা ও খেলাধুলা ইত্যাদি সবকিছু থেকেই বঞ্চিত ছিলাম। আবার সামনে আমাদের এস,এসসি পরিক্ষা। গত রবিবার থেকে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা হয়েছে।

এতে করে আমরা অনেক আনন্দিত তেমনি আমাদের সামনে যে পরিক্ষা আছে সেটার প্রস্তুতি নিতে পারবো। কোন অসুবিধা হলে আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সব রকম পরামর্শ নিতে পারবো। এ বিষয়ে শিক্ষকরা জানান কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা পিছিয়ে পরেছে। আমরা শিক্ষকরা চেষ্টা করব ছাত্র-ছাত্রীদের সকল বিষয়ে সহযোগিতা করার।

এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে ক্লাস গুলোতে। আমরাও নিয়মিত ক্লাস নিতে পেরে আনন্দিত।

চুয়াডাঙ্গায় বিডিআর সদস্যদের মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের পুনর্বহাল ও নিরীহ কারাবন্দীদের মুক্তির দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন, বিক্ষাভ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বেলা ১২টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিডিআর সদস্যর ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়। তারা বিভিন্ন দাবী লেখা প্লকার্ড নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন। এসব প্লকার্ড লেখা ছিল, ‘খালাস পেয়েও ১৬ বছর মুক্তি মেলেনি’, ‘৫৭ সেনা কর্মকর্তা হত্যার নির্দেশ দাতাদের বিচার চাই’ ইত্যাদি।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ সংগ্রামের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। ২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী শেখ হাসিনা এ দেশের সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার নীলনকশা করেন। সেনা কর্মকর্তাদের খুন ও গুমের পর এ দেশের হাজার হাজার নিরীহ বিডিআর সদস্যকে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে সাজা দেওয়া হয়। যাদের মধ্য এখনো অনেক বিডিআর জওয়ান বিনা বিচারে জেলখানায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। অনকেই নিখোঁজ রয়েছেন। ১৮ হাজার বিডিআর সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর যারা এখনো কারাবন্দী আছেন, তাদের ও জেল থেকে মুক্তি দিয়ে চাকরী ফিরিয়ে দেওয়ার আহবান জানান তারা।

মানববন্ধন উপস্তিত ছিলন, মোজাম্মল হক, গোলাম মোস্তফা, আব্দুর রশিদ, দিদার আলী, মিজানুর রহমান, বকুল আহম্মদ প্রমুখ।

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সাম্রদায়িক সম্প্রীতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা স্বৈরাচারী ফ্যাস্টিট হাসিনা সরকারের পতন হওয়ার পর দেশের চলমান পরিস্থিতিতে দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। আগামীতে সার্বিক বিষয়ে আইন শৃঙ্খলার যেন কোন অবনতি না ঘটে সে জন্য করনীয় শীর্ষক আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মেজর খান সজিবুল ইসলাম পিপিএম,পিএসসি, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাও: আজিজুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর নায়েব আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা ডাঃ হেলনা আক্তার নিপা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক হিমেল রানা, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা, দর্শনা থানা বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সাবেক উপজেলা মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার রেজাউল করিম, মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, আব্দুল হাই, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের আহবায়ক শামসুজোহা পলাশ, যুগ্ম আহবায়ক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সদস্য সচিব তানজির ফয়সাল, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি একরামুল হক পিপুল, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক জিতু আহসান, তানভীর রহমান, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ইনস্ট্রাক্টর রোকনুজ্জামান, উপজেলা তথ্য অফিসার সানজিদা আফরিন, আনসার ভিডিপি অফিসার মোঃ সাজিদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, রাজস্ব কর্মকর্তা দর্শনা

জাহিদুজ্জামান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মারিয়া মাহবুবা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশীদ, দামুড়হুদা ডিএস মাদ্রসার সুপার মোজাফফর হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল কাদির, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ঈমাম মুফতী মামুনুর রশীদ প্রমূখ।

দর্শনা দিয়ে ভারতে পালানোর সময় দু’ আওয়ামীলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্ত দিয়ে পাসপোর্ট বিহীন অবৈধভাবে ভারতে পালানোর সময় দু’আওয়ামীলীগ নেতাকে আটক করেছে বিজিবি।

এ সময় তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে একটি ল্যাপটপ, অসংখ্য সীল, দলীয় প্যাড, সার্টিফিকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি জানায়, আজ রবিবার (১৮ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা আন্তর্জাতিক জয়নগর চেকপোস্ট সীমান্তের ৭৬ নম্বর মেইন পিলারের পাশ দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল এই দু’জন। এ সময় বিজিবির টহলদলের নজরদারিতে এ দুজন ধরা পড়ে।

আটককৃত দুজন রাজশাহী বাগমারা থানার খাজুরা গ্রামের মনির হকের ছেলে ফজলুলু হক (৩৭) ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার কাজিহাটা গ্রামের আশরাফুল আহমেদের ছেলে বুলবুল আহমেদ (৪০)। এরা আওয়ামী প্রজন্ম লীগের নেতা।

এদেরকে দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে বিজিবি জানায়। তবে এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এরা দুজন অবৈধ ভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল বিজিবি তাদেরকে আটক করে দর্শনা থানায় সোপর্দ করেছে।

জীবননগরের ভয়ংকর মাদক ‘এলএসডি’ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রাম থেকে ৪ বোতল এলএসডি ও ৫ বোতল ফেন্সিডিল জব্দ করেছে বিজিবি। এসময় আরও জব্দ করা হয় একটি মোটরসাইকেল।

গতকাল শনিবার দুপুরে উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। গতকাল শনিবার রাতে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অন্তর্ভুক্ত উথলী বিওপির একটি বিশেষ আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার ৭৩/২ এস হতে আনুমানিক ৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় চোরাকারবারিকে ধরার জন্য বেলা ১টা ৩০ মিনিট হতে ওৎ পেতে অপেক্ষামান থাকেন। দুপুর আনুমানিক ২টা ৫০ মিনিটের দিকে উল্লেখিত এলাকায় একটি সন্দেহভাজন মোটরসাইকেল অগ্রসর হলে বিজিবির আভিযানিক দল মোটরসাইকেলটির গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করলে মোটরসাইকেল আরোহী দূর থেকে বিজিবির আভিযানিক সদস্যের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেলে উপবিষ্ট চোরাকারবারি এবং চালক মোটরসাইকেল ফেলে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উক্ত ঘটনায় আভিযানিক দল তল্লাশি চালিয়ে ভারত হতে বাংলাদেশে আসা প্রতিটি ১০০ মিলিগ্রামের মোট ৪ বোতল এলএসডি (লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাই-ইথ্যালামাইড), ৫ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং একটি নাম্বার প্লেটবিহীন মোটরসাইকেল উদ্ধারপূর্বক তা জব্দ করেন। জব্দকৃত মালামালের সর্বমোট সিজার মূল্য চার কোটি ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

দর্শনার ঠাকুরপুর সীমান্তে অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিক চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দশনায় ঠাকুরপুর বিওপি টহল কমান্ডার হাবিলদার শওকত আলীসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্ত খুঁটির ৮৯ হতে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যান্তরে ঠাকুরপুর কদমতলা বাজার মোড়ে অবস্থান নেয়। এদিন সকাল পৌনে ৭টার দিকে সেখান থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে। তাকে দাঁড় করাতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর জনসাধারণের সামনে বিজিবি সদস্যরা ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলে ঝোলানো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে। উদ্ধারকরা ব্যাগের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানা ১৬ কজি ৩০০ গ্রাম (১৩৯৭.৪৬ ভরি) ওজনর ভারতীয় চান্দি রুপাসহ চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া ১টি মোটরসাইকল জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে হাবিলদার শওকত আলী বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা করেন। উদ্ধার করা ভারতীয় অবৈধ চান্দি রুপা গুলা পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

জীবননগরে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষে সফলতা পেয়েছেন সজল আহম্মেদ

সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে থোকায় থোকায় ভিয়েতনামী বারোমাসি মাল্টা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মানিকপুর গ্রামের কৃষি উদ্যেক্তা সজল আহম্মেদের বাগানে। তিনি বলেন, ২ বিঘা জমিতে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষ করেছি। আমার এই বাগানের বয়স এখন ৭ বছর। মাল্টা গাছ রোপণের ৬ মাস পরেই গাছে ফল আসা শুরু হয়। বর্তমানে ৭ বছরের প্রতিটি গাছ থেকে আনুমানিক ১৫০-২০০ কেজি মাল্টা পাওয়া যাচ্ছে। বাগান থেকে এখন প্রতি বছরে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়।

বাগানের খরচের বিষয়ে সজল আহম্মেদ বলেন শুরুর দিকে চারা কেনা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে বিঘা প্রতি ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা খরচ হলেও দেড় লক্ষ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছিলাম। বাগানের খরচ বাদ দিলেও প্রায় ৩ লক্ষ টাকা থাকছে প্রতি বছরে।

মাল্টা গাছের রোগ বালাই সম্পর্কে সজল আহম্মেদ বলেন লেবু জাতীয় গাছে রোগ বালাই খুবই কম তবে ছত্রাক দেখা যায় এজন্য ছত্রাক নাশক স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়। মাল্টা গাছে তেমন পরিচর্যার দরকার হয় না। রোপণ করার নিয়মও অন্য সাধারণ গাছের মতোই প্রথমে জমি চাষ দিয়ে তারপর ১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি চারা রোপন করি। বারোমাসি মাল্টা বাগান নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন রয়েছে কারণ এই জাতের গাছ থেকে আমি বারোমাস মাল্টা পাই। আল্লাহর রহমতে এখন আমার একশত ত্রিশ বিঘায় বিভিন্ন ফলের বাগান হয়েছে। কৃষক ও নতুন কৃষি উদ্যেক্তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই আপনারা মাল্টা চাষ করতে পারেন এতে করে আপনারা লাভবান হতে পারবেন। মাল্টা চাষ ও কৃষি বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রয়োজন হলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার বাগানে এসে ঘুরে যেতে পারেন। আপনাদের সকলকে আমার মাল্টা বাগানে আসার নিমন্ত্রণ রইলো।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।